বাংলা নাটকের নবীন বসু ও রাধামণি

রতন সিদ্দিকী

৬ অক্টোবর, ১৯৩৫ সাল। কলকাতা শহরের এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, সেখানে বাড়ি ছিল নবীনচন্দ্র বসুর। ওই বাড়িতে এই দিনে মঞ্চস্থ হয় নাটক বিদ্যাসুন্দর। দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো নাটকটি উপভোগ করেছেন। আর আশ্চর্য বিস্ময় নিয়ে দেখেছেন এক নারীর অভিনয়শৈলী। তার নাম 'রাধামণি'।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে ৬ অক্টোবরের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, এ দিন বাঙালির উদ্যোগে বাঙালির অভিনয়ে প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হয়। এর আগে উল্লেখযোগ্য দুটি নাট্যপ্রয়াসকেও স্মরণ করা হয়, যার একটি হলো ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর মঞ্চস্থ নাটক দি ডিসগাইস এবং লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর, যা রুশ আগন্তুক 'Gerasim Lebedev? কর্তৃক নির্দেশিত ও প্রযোজিত হয়েছিল। অপরটি হলো ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর, ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর এবং ১৮৩৫ সালের ৬ অক্টোবরের মধ্যে পার্থক্য হলো ১৭৯৫ সালের নাট্যপ্রয়াসের আয়োজক বিদেশি, তবে শিল্পী বাঙালি এবং নাটকও বাংলা। ১৮৩১ সালের প্রয়াসের আয়োজক, নির্দেশক ও শিল্পী বাঙালি, তবে নাটক হলো ইংরেজিতে। অভিনীত হয়েছিল জুলিয়াস সিজার, উত্তম রাম চরিত। আর ১৮৩৫ সালের ৬ অক্টোবরের নাট্যপ্রয়াসের আয়োজক, নির্দেশক, শিল্পী সবাই বাঙালি। এমনকি নাটকটিও বাংলায় ছিল।

এদিনের মঞ্চস্থ নাটক বিদ্যাসুন্দর-এর প্রধান নারী চরিত্রে অর্থাৎ বিদ্যা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাধামণি। তিনি নানা কারণে স্মরণযোগ্য। এর মধ্যে উল্লেখ্য একটি কারণ হলো, তার অসাধারণ অভিনয়গুণ। রাধামণির আগেও আমরা বাঙালি অভিনেত্রী পেয়েছি, যারা ১৭৯৫ ও ১৮৩১ সালে অভিনয় করেছেন। তবে রাধামণি হলেন প্রথম বাঙালি নারী নাট্যকর্মী। লেবেদেভের বা প্রসন্ন ঠাকুরের অভিনেত্রীরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলেছেন। যেমনটি বলে দিয়েছেন প্রথমটার, ওই মঞ্চের নেপথ্যে থেকে। অপরদিকে রাধামণি প্রায় দুই বছর মহড়া করে তারপর অভিনয় করেছেন এবং নবীন বাবুর নাট্যদলের সদস্য হয়েই নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন, যেমনটি এ সমকালে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীরা করে থাকেন।

৬ অক্টোবরের নাটক নিয়ে চমৎকার প্রতিবেদন ছাপা হলো–২২ অক্টোবর ১৮৩৫ সালের 'Hindu Pioneer? পত্রিকায়। সেখানে লেখা হলো, 'বৎসর দুই পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালাটি এখনও বাবু নবীনচন্দ্র বসুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এটি শ্যামবাজারে স্বত্বাধিকারীর বাড়িতেই অবস্থিত। ইহাতে প্রতি বছর চার-পাঁচটি নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় দেশীয় ইংরেজি ধরনের সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ইহাতে আরেকটি ব্যাপারও দেখা যায়, যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়: এই নাট্যশালায় বাঙালি রমণীরা প্রায়ই দেখা দিয়া থাকেন। কারণ, স্ত্রী লোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।' ওই পত্রিকার উল্লেখ করে 'মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি' বলেছেন–'রাধামণি বারনারী ছিলেন কিন্তু সমালোচক সে কারণে তার নিন্দা করেননি, বরং তার অভিনয়কলার প্রশংসা করে ভদ্র স্ত্রীদের মূর্খতারই নিন্দা করেন।'

নবীনচন্দ্র বসু এবং রাধামণি বাংলা নাটকের ইতিহাসে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তার সুফল ভোগ করছেন আজকের মানুষেরা। নবীন বাবু যখন বিদ্যাসুন্দর নাটকের মহড়া করতেন, তখন অনেকেই গালমন্দ করতেন তাকে। আর রাধামণিকে তো বেশ্যা বলে ঘৃণা করতেন সবাই। কেউ কেউ নবীন বাবু এবং রাধামণিকে জড়িয়ে কুৎসা রটনা করতেন। নবীনচন্দ্র বসু এবং রাধামণি এসব অবান্তর কথা ও বিদ্রূপকে উপেক্ষা করেই নাটক করেছেন।

রাধামণি যৌনকর্মী ছিলেন কি না সে প্রসঙ্গ গুরুত্বহীন। কারণ, পেশা যার তারই ব্যক্তিগত বিষয় সেটি। তবে রাধামণি যে অনন্য অভিনয়শিল্পী ছিলেব, সে বিষয়ে কারোরই কখনো দ্বিমত ছিল না। জনশ্রুতি আছে, রাধামণি পুরোনো পেশা ছেড়ে নাট্যশিল্পী হতে চেষ্টা করেছিলেন। খুব চেষ্টা করেছিলেন। নবীনচন্দ্র বসু তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন, কিন্তু রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের কারণে পারলেন না। কারণ, সাপে কাটলে বিষ নামায় ওঝায়, কিন্তু রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের পেটে পেটে যে বিষ, সে বিষ নামাবে, এমন ওঝা যে সে সময়ে ছিল না। ফলে রাধামণির মতো অনন্য অসাধারণ অভিনয়শিল্পী হারিয়ে গেলেন যৌন পল্লীর অন্ধকারে। তাকে পবিত্র মঞ্চে পাওয়া গেলনা।

অথচ ধনবান ও শৌখিন বাঙালি সংস্কৃতিপ্রেমীরা বিদ্যাসুন্দর নাটকটির নির্মাণ বাবদ দুই লাখ টাকা ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু রাধামণিকে অভিনয়শিল্পী হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে কোনো টাকা ব্যয়িত হয়নি। কিংবা কেউ তাকে শিল্পী হিসেবে সশ্রদ্ধচিত্তে আশ্রয় দেননি। বড় দুঃখ সেখানেই। যদি দিতেন, তাহলে হয়তো বাংলা নাটকের প্রকৃত নাটক হয়ে উঠতে এত বিলম্ব হতো না। আর নারী নাট্যকর্মীর সংখ্যা স্বল্পতার বেদনায় ম্লান হতে হতো না উনিশ শতকের বাংলা নাট্য-আন্দোলনকে। তবে এই দিনে নবীনচন্দ্র বসু এবং রাধামণিকে সংস্কৃতামোদী বাঙালির স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

রতন সিদ্দিকী: অধ্যাপক ও নাট্যকার।

সৌজন্যঃ প্রথম আলো